ভিকারুননিসার ছাত্রী অপহৃত ॥ ১০ দিনেও উদ্ধার হয়নি

রমনা সংবাদদাতা ॥ রাজধানীর ভিকারুননিসা নূন স্কুল এ্যান্ড কলেজের ৮ম শ্রেণীর এক স্কুলছাত্রীকে অপহরণ করার অভিযোগ এনে রমনা থানায় মামলা হয়েছে। গত ২ আগস্ট এই মামলা দায়ের করা হয়। পুলিশ ১০

(১১ পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

ভিকারুননিসার ছাত্রী

(১২-এর পাতার পর)

দিনেও অপহৃতাকে উদ্ধার করতে পারেনি। বৃহস্পতিবার অপহৃতার স্বজনদের সাথে কথা বলা হলে তাঁরা বলেছেন, পুলিশ অপহৃতাকে উদ্ধারের কোন চেষ্টাই করছে না। অপহৃতার মা মাহমুদা আক্তার মেয়ের চিন্তায় শয্যাশায়ী হয়েছেন বলে জানা গেছে।

মামলার এজাহারে অপহৃতার মা বলেছেন, গত ২৮ জুলাই তাঁর মেয়ে বাসা থেকে বেরিয়ে স্কুলে যায়। নির্ধারিত সময়ে সে বাসায় না ফেরায় তাঁকে সম্ভাব্য সকল স্থানে খোঁজাখুঁজি করা হয়। কোথাও না পেয়ে পরদিনই রমনা থানায় একটি জিডি করা হয়।

পরে তিনি জানতে পারেন হাজারীবাগ এলাকার সন্ত্রাসী রাসেল, ইমন, স্বপন ও ছোটন তাঁর মেয়েকে অপহরণ করে অজ্ঞাত স্থানে আটকে রেখেছে। এদের মধ্যে সন্ত্রাসী রাসেল ঘটনার নেতৃত্ব দেয়। সে একটি খুনের মামলারও আসামী। তিনি খোঁজখবর নিয়ে রাসেলের বাসায় যান। এ সময় রাসেলের বাবা হুমায়ুন তাঁর সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন।

এ ঘটনা পুলিশকে জানানো হলে পুলিশ একজনকে গ্রেফতার করলেও মূল আসামীকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

এ ঘটনা টের পেয়ে সন্ত্রাসী রাসেল এখন তাদের টেলিফোনে হুমকি দিচ্ছে। এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে তাঁকে হত্যা করার হুমকি দিয়েছে সন্ত্রাসীরা।

এ অবস্থায় অপহৃতার মা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। অপহৃতার স্বজনরা বলেছে পুলিশ অপহরকারীদের গ্রেফতারের কোন চেষ্টাই করছে না। এ ব্যাপারে রমনা থানার ওসি মাহবুবুর রহমানের সাথে কথা বলা হলে তিনি ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন। তিনি বলেন, এ ঘটনায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ২০০০-এর ৭ ধারায় মামলা হয়েছে। খুব শীঘ্রই অপহৃতা উদ্ধার হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।